১.৩৪ লাখি স্যাট ফোন বিএসএনএল-এর

প্রতিরক্ষা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং দুর্যোগ মোকাবিলার মতো জরুরি কাজের সুবিধার্থে সরকারি টেলিকম সংস্থা বিএসএনএল বাজারে আনল বিশেষ স্যাটেলাইট ফোন। বৃহস্পতিবার সংস্থাটি এই ফোনের কথা ঘোষণা করেছে। সব কর মিলিয়ে এই স্যাটেলাইট ফোনের দাম ধার্য করা হয়েছে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ১৬৬ টাকা। দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকা, যেখানে সাধারণ মোবাইল নেটওয়ার্ক পৌঁছতে পারে না, সেখানে ভয়েস কল এবং এসএমএস পাঠানোর জন্য এই ফোনটি বিশেষ ভাবে তৈরি করা হয়েছে। বিএসএনএলের দাবি, প্রতিরক্ষা, খনি অঞ্চল, অ্যাডভেঞ্চার এবং সমুদ্রপথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সাধারণ মানুষ ও বেসরকারি সংস্থার জন্য গ্লোবাল স্যাটেলাইট ফোন সার্ভিস দিয়ে আসছে বিএসএনএল।

অসুস্থ রাজেশ শর্মা, তদন্তের দাবি

হায়দরাবাদে শুটিং চলাকালীন বিষাক্ত পোকা বা মাকড়সার কামড় খেয়ে গুরুতর অসুস্থ অভিনেতা রাজেশ শর্মা। তাঁর শারীরিক অবস্থা উদ্বেগজনক। এর পরেই নড়েচড়ে বসল অল ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকেও বেশ কিছু প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যেমন, শুটিং সেটে কি জরুরি চিকিৎসা–ব্যবস্থা ছিল না? স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা–সংক্রান্ত নিয়মগুলি কি ঠিকমতো মানা হচ্ছিল না? সেটে শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত কেন করেননি প্রযোজক? প্রভাসের ‘ফৌজি’ সিনেমার শুটিং চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েন রাজেশ। শুটিংয়ের পর সেটের ঝোপঝাড়ের পাশে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলার সময় কোনও পতঙ্গ তাঁকে কামড়ায়। প্রথমে গুরুত্ব না দিলেও, কয়েক ঘণ্টা পর তাঁর পায়ে তীব্র ব্যথা শুরু হয় এবং শরীর খারাপ হতে থাকে। এর পর তিনি বিমানে কলকাতায় ফিরে আসেন। বিমানেই তাঁর জ্বর বাড়ে, অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে। এখন তিনি কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সম্পত্তির লোভে মাকে খুন মেয়ের

সরকারি চাকরি এবং পারিবারিক সম্পত্তি হাতাতে নিজের মাকে খুনের ছক তরুণীর (২৩)। রাজস্থানের ঘটনা। জয়পুরের পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত আয়ুষী শর্মা মাকে খুনের জন্য কাকা, তুতো ভাইয়ের সঙ্গে মিলে খুনি ভাড়া করেছিল। মায়ের মৃত্যুকে দুর্ঘটনা বলে চালাতে গাড়ি চাপা দিয়ে মারা হয় তাঁকে। নিহত নীরজ শর্মা জয়পুরের একটি আদালতের করণিক ছিলেন। ৩ জুলাই তাঁকে ধাক্কা দিয়ে মারে একটি স্করপিও গাড়ি। পুলিশ আয়ুষী, তার কাকা মোহন স্বরূপ–সহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তুতো ভাই পলাতক। স্বামী মারা যাওয়ার পর নীরজ তাঁর চাকরিতে যোগ দেন। আয়ুষী সেই চাকরিটি চেয়েছিল।

সংসদ অভিযানের ডাক ককরোচ পার্টির

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা, স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং পরীক্ষায় অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে ২০ জুলাই সংসদ অভিযানের ডাক দিল ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে সংগঠনটি জানিয়েছে, সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন যন্তরমন্তর থেকে শান্তিপূর্ণ মিছিল শুরু হবে। এই অভিযানে অংশ নেবেন পরিবেশ ও জলবায়ু কর্মী সোনম ওয়াংচুকও।

চীনের কারখানায় আগুন, হত ২৮

পূর্ব চীনের একটি জুতো কারখানায় আগুন লেগে মৃত্যু হল ২৮ জনের। আহত বহু। বৃহস্পতিবার ফুজিয়ান প্রদেশের জিনজিয়াং শহরের ওই কারখানায় আগুন লাগে। শতাধিক মানুষ ভিতরে আটকে পড়েন। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, বহুতলের একাধিক জানলার পাশে এবং ছাদে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বহু মানুষ। উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন দমকলকর্মীরা। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেন, ‘যাঁদের গাফিলতির জন্য এই ঘটনা ঘটেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

রাজ্যে দ্রুত কার্যকর হতে চলেছে শ্রম-বিধি

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ৯ জুলাই

রাজ্যে খুব শিগগিরই কার্যকর হতে চলেছে জাতীয় শ্রম নীতি। এরজন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। বিগত সরকারের সময়েই শ্রম নীতি কার্যকর করার ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার। যদিও নতুন শ্রম নীতিকে ‘শ্রমিক বিরোধী’ বলে আখ্যা দিয়ে তা কার্যকর করেনি তৃণমূল সরকার। নতুন সরকার গঠনের পরেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, কেন্দ্রের সমস্ত বিধি, আইন, প্রকল্প রাজ্যে কার্যকর করা হবে। ভিবি–জি রাম জি, ন্যায় সংহিতার পর এবার কার্যকর হতে চলেছে জাতীয় শ্রম নীতিও।

নতুন শ্রম নীতি কার্যকর করতে ইতিমধ্যেই সমস্ত পক্ষের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে রাজ্য সরকার এবং খুব দ্রুতই বিধির খসড়া প্রস্তুত করার কাজ শুরু হবে। কেন্দ্রীয় সরকার মনে করছে, পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় শ্রম নীতির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শ্রম বিধি তৈরি করলে রাজ্য আরও অনেক এগিয়ে আসবে। বিশেষ করে কেরল নিয়ে আশাবাদী কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক। বেশিরভাগ রাজ্যই শ্রম বিধির খসড়া প্রস্তুত করার কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছে। কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলি শ্রম বিধির কিছু কিছু ধারা নিয়ে আগেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। পশ্চিমবঙ্গে নতুন রাজ্য সরকার কাজ শুরু করার পরে শিল্প, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের ওপর জোর দিয়েছে। ফলে সেদিক থেকে রাজ্যে দ্রুত শ্রম বিধি কার্যকর হওয়া অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছে রাজ্য সরকার। শ্রম বিভাগ এবং শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা, আধুনিক এবং শিল্পবান্ধব করে তোলা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই রয়েছে রাজ্য সরকারের শ্রমসূচিতে। ইতিমধ্যেই রাজ্য শিল্প–বাণিজ্য দপ্তরের তরফে কেন্দ্রের ‘ভব্য’ প্ল্যাটফর্মের আওতায় দু’টি প্রকল্প জমা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, কেন্দ্রের ভব্য প্রকল্পে সারা দেশে ১০০টি শিল্প পার্ক গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

রাজ্যে নতুন শ্রম বিধি কার্যকর করা প্রসঙ্গে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, ‘আমরা শ্রম বিধি কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু করেছি এবং আমাদের রাজ্যে শ্রম বিধি কার্যকর করা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই।’ ২০২৫ সালের নভেম্বরে, মজুরি বিধি, কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রের স্থিতি বিধি, শিল্প সম্পর্ক বিধি এবং সামাজিক সুরক্ষা বিধি নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার। এর মধ্যে কিছু বিধি দ্রুত কার্যকর হয়। কিছু বিধি নিয়ে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক। উল্লেখ্য, জাতীয় শ্রম নীতির বিরুদ্ধে রাজ্যসভায়, শ্রম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সবচেয়ে বেশি সরব হয়েছিলেন তৎকালীন তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত ব্যানার্জি। এই বিধিকে শ্রমিক–বিরোধী বলে মন্তব্য করেন তিনি।

লক্ষাধিক কোটির লগ্নি আসছে ত্রিপুরায়: মানিক

তরুণ চক্রবর্তী
আগরতলা, ৯ জুলাই

লক্ষাধিক কোটির বিনিয়োগ আসছে উত্তর–পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরায়। বৃহস্পতিবার আগরতলায় দু’দিনের বিজনেস কনক্লেভ ‘ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা’র উদ্বোধন করে এ কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। দু’দিনের এই বিনিয়োগ উদ্যোগে দেশ–বিদেশের ১,২০০ প্রতিনিধি অংশ নেন। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অষ্টলক্ষ্মী প্রকল্পের কথা বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেন। ভারত সরকারের অ্যাক্ট ইস্ট–এর সুবিধে গ্রহণের জন্য সকলকে অনুরোধ করেন তিনি। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বিনিয়োগকারীদের সরকারি সুবিধে কাজে লাগিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠার ডাক দেন। সেই সঙ্গে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসাও করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রীরা প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনুপ্রেরণায় ত্রিপুরা গোটা দেশের মধ্যে দ্রুত উন্নতি করছে বলে তাঁর ভাষণে জানান মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের প্রাকৃতিক গ্যাস, রাবার, আনারস থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বিনিয়োগের অনুরোধ করেন তিনি। জানান, রাজ্য সরকার বিনিয়োগকারীদের জমি লিজ দিতে প্রস্তুত। ত্রিপুরার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই উন্নত বলেও জানান তিনি। জানান, ইতিমধ্যেই প্রচুর বিনিয়োগ আসতে শুরু করেছে। রাজ্য সরকার বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণীয় সুযোগ–সুবিধে দিচ্ছে। পরিকাঠামোরও ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থেই বিনিয়োগ আনতে চাইছে সরকার। আগরভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নেও গুরুত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ‘রাজ্য সরকার বিনিয়োগ–বান্ধব শিল্পনীতি চালু করেছে।’ রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা জানান, দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন উদ্বৃত্ত। অনুষ্ঠানে কৃষি ও বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন, পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিদেশি কূটনীতিকদের মধ্যে দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার মোহাম্মদ রিয়াজ হামিদুল্লাহ্ ছিলেন এই কনক্লেভে। একাধিক সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হচ্ছে দু’দিনের এই বিনিয়োগ সম্মেলনে। ইতিমধ্যেই আইটিসি, তাজ, জেকে টায়ার, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ–সহ বহু সংস্থা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ৪ ঘনিষ্ঠ সহকারীর অপসারণ নিয়ে সরব কংগ্রেস

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৯ জুলাই

কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের দপ্তরের চার অফিসারকে হঠাৎ, এক সঙ্গে অপসারণের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছে কংগ্রেস। দলের দাবি, এই পদক্ষেপের নেপথ্যে একটি ‘কেলেঙ্কারি’ রয়েছে এবং সরকারকে বিষয়টি নিয়ে অবিলম্বে ব্যাখ্যা দিতে হবে। আজ, বৃহস্পতিবার প্রাক্তন বন ও পরিবেশ মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ অভিযোগ করেন, ২০২৫ সালের জুন থেকে পরিবেশ মন্ত্রক ও রাজস্থান সরকার সারিস্কা টাইগার রিজার্ভের গুরুত্বপূর্ণ বাঘ সংরক্ষণ এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণে উদ্যোগী হয়েছিল। তাঁর দাবি, এর ফলে দীর্ঘ দিন বন্ধ–থাকা প্রায় ৫০টি খনি পুনরায় চালু করার সুযোগ তৈরি হত। তিনি আরও বলেন, ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, সুপ্রিম কোর্ট–নিযুক্ত সেন্ট্রাল এমপাওয়ার্ড কমিটি এবং আদালতের অ্যামিকাস কিউরি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও মন্ত্রক সারিস্কা পুনর্নির্ধারণ সমর্থন করেছিল। এই ঘটনার সঙ্গে চার সহকারীর অপসারণের সম্ভাব্য যোগসূত্রের ইঙ্গিত দিয়ে কংগ্রেসের অভিযোগ, এটি প্রশাসনিক জবাবদিহির বড়সড় ব্যর্থতার প্রমাণ।

অনুপ্রবেশের কারণে বদল জনবিন্যাসে

সীমান্তের সুরক্ষায় কড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৯ জুলাই

সীমান্তবর্তী জেলার পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠকে অনুপ্রবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একদিকে অনুপ্রবেশ ঠেকানো, এবং অন্যদিকে দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের হঠানো এই দুইয়ের ওপর জোর দিলেন তিনি। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে উপস্থিত স্বরাষ্ট্রসচিব, মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, গোয়েন্দা কর্তা এবং সীমান্তবর্তী জেলার পুলিশ সুপাররা। সীমান্তবর্তী রাজ্যের ডিজিদের সম্মেলনেও এই বিষয়ে নজরদারি আরও কঠোর করার নির্দেশ দেন শাহ।

মাসখানেক আগেই দেশে অস্বাভাবিক হারে জনবিন্যাস বদল নিয়ে কমিটি ঘোষণা করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এদিনের বৈঠকে জনবিন্যাস বদলের নেপথ্যে সেই অনুপ্রবেশকেই দায়ী করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জনবিন্যাস বদল মিশন শুরু করেছেন। কেন দেশের জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে, বেশ কিছু অস্বাভাবিক কারণ, এবং ভবিষ্যতে এই প্রবণতা ঠেকানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের প্রস্তাব করা হবে এই মিশনের মাধ্যমে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের উদ্দেশ্য ছায়াযুদ্ধ ঠেকানো, অনুপ্রবেশ আটকানো, মৌলবাদ, মাদক পাচার, ড্রোন থেকে আসন্ন বিপদ, সাইবার ক্রাইম রদ করা। পাশাপাশি, জনবিন্যাস বদল আটকানো এবং নিরাপত্তা জোরদার করা।’ রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সীমান্তে চার স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা হচ্ছে বলে জানান শাহ। তিনি আরও জানান, ভারতের সীমান্তকে ‘স্মার্ট বর্ডার’ হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে।

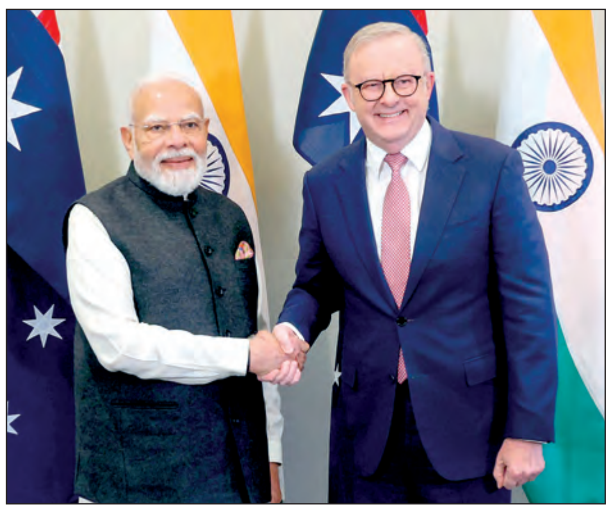

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ। মেলবোর্নে, বৃহস্পতিবার। ছবি: এপি

ভারত-অস্ট্রেলিয়া পারমাণবিক চুক্তি সই মোদির সফরে

সংবাদ সংস্থা
মেলবোর্ন, ৯ জুলাই

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজের বৈঠক শেষে পরমাণু শক্তি নিয়ে যুগান্তকারী চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এর সঙ্গেই ভারত–অস্ট্রেলিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। অস্ট্রেলিয়া সফর সেরে নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হবেন প্রধানমন্ত্রী। নিউজিল্যান্ড–ভারত বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে একাধিক চুক্তি হতে পারে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে ওয়েলিংটন থেকে দিল্লিতে রপ্তানিযোগ্য পণ্য প্রথম দিন থেকে ৫৭ শতাংশ করমুক্ত হবে, জানিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সান।

ত্রিদেশীয় সফরে বুধবার ইন্দোনেশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। প্রধানমন্ত্রীর অস্ট্রেলিয়া সফরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে। সম্ভাবনা আগেই দেখা দিয়েছিল। সম্ভাবনায় সিলমোহর পড়ল বৃহস্পতিবার। মেলবোর্নে মোদি–অ্যালবানিজ বৈঠক শেষ হতে পরমাণু শক্তি, সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ নিয়ে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় দুই দেশের মধ্যে। একই সঙ্গে ভারত–প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এগিয়ে চলায় জোর দিয়েছে দু’পক্ষ। এই চুক্তির ফলে অস্ট্রেলিয়া থেকে ভারতে ইউরেনিয়াম সরবরাহের পথ সুগম হল। ফলে ভারতের পরিবেশবান্ধব জ্বালানি কর্মসূচির পালে হাওয়া লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অ্যালবানিজের সঙ্গে বৈঠক শেষে মোদি বলেন, ‘আজ, আমরা পারমাণবিক শক্তি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। এর ফলে অস্ট্রেলিয়া থেকে ভারতে ইউরেনিয়াম সরবরাহের পথ সুগম হবে। আমাদের পরিবেশবান্ধব পরিচ্ছন্ন জ্বালানি কর্মসূচিতে নতুন গতি আসবে।’ সামুদ্রিক নিরাপত্তায় জোর দিয়েছে উভয় পক্ষ।

সপ্তাহে একদিনই ইনসুলিন ইঞ্জেকশন!

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ৯ জুলাই

রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতে অনেকেই প্রতিদিন ইনসুলিনের ইঞ্জেকশন নেন। তবে এবার সপ্তাহে মাত্র একদিন ইঞ্জেকশন নিয়েই তা নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতে পারে। ডেনমার্কের ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা নোভো নরডিস্ক ভারতের বাজারে আনল বিশ্বের প্রথম সাপ্তাহিক ইনসুলিন ইঞ্জেকশন আউইক্লি বা ইনসুলিন আইকোডেক। সংস্থার দাবি, প্রাপ্তবয়স্ক টাইপ ১ এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীরা বছরে ৩৬৫টি ইঞ্জেকশনের বদলে মাত্র ৫২টি ইঞ্জেকশন নিয়েই রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন।

ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার বক্তব্য, প্রতিদিন ইঞ্জেকশন নিতে যে টাকা লাগে, তার চেয়ে অনেকটাই কম খরচে সপ্তাহে একবার ইঞ্জেকশন দিতে পারবেন রোগীরা। ইনসুলিন থেরাপির শুরুতে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে অনেক রোগীকেই প্রতিদিন ১০ ইউনিট ইনসুলিন নিতে হয়। তাঁরা চাইলেই সপ্তাহে একদিন ৭০ ইউনিট আউইক্লি নিতে পারবেন। এর জন্য খরচ হবে ২৬১ টাকা। ফ্লেক্সটাচ নামে একটি পেন ডিভাইসের মাধ্যমে নিতে পারবেন রোগীরা।

ভারতে ১০.১ কোটির মানুষের ডায়াবেটিস রয়েছে। ১৩.৬ কোটি মানুষ প্রিডায়াবেটিক স্তরে রয়েছেন। এখন দেশের ৬০ লক্ষ মানুষের ইনসুলিন থেরাপির প্রয়োজন হয়। এই সংখ্যাটা ভবিষ্যতে ৯০ লক্ষ পৌঁছোতে পারে বলে মনে করছে নোভো নরডিস্ক। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই বাজারে আনা হয়েছে আউইক্লি। এমনটাই জানিয়েছেন নরডিস্ক ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিক্রান্ত শ্রোত্রিয়া।

সংশোধনী

জেভাইন ফার্নিচার প্রাইভেট লিমিটেড
সিআইএন: U51109WB1995PTC068830
রেজিস্টার্ড অফিস : ২১৪ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ৪র্থ তল, কলকাতা ৭০০০০৬

জেভাইন ফার্নিচার প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক মঙ্গলবার, ৭ই এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে আজকাল পত্রিকায় ফর্ম নং আইএনসি-২৬-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে এটি লেখা হচ্ছে, যেখানে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে মহারাষ্ট্র রাজ্যে** স্থানান্তরের প্রস্তাব করা হয়েছে।

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পূর্বাঞ্চলীয় রিজিওনাল ডিরেক্টরের সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করা হয়নি। তদনুসারে, বিজ্ঞপ্তির প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপভাবে পড়তে হবে: "যে কোনও ব্যক্তি যার স্বার্থ কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি মূল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে হয় **এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) ইনভেস্টর অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে** অথবা তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ তার আপত্তিসমূহ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে রিজিওনাল ডিরেক্টর, পূর্বাঞ্চল-এর কার্যালয়, **কর্পোরেট ভবন, ৭ম তলা, প্লট নং IIIএফ/১৬, এএ-IIIএফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫**-এ পৌঁছে দিতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়, ২১৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, ৪র্থ তলা, কলকাতা-৭০০০০৬-এ পাঠাতে পারেন।"

৭ এপ্রিল, ২০২৬–এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত থাকবে।

জেভাইন ফার্নিচার প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- হেমন্ত কুমার বারিক
ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০.০৭.২০২৬ **ডিআইএন: ০৯০১৫৭০৬**

হিন্দুজা লেল্যান্ড ফিনান্স লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস: ২৭এ, ডেভেলপড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গিন্ডি, চেন্নাই–৬০০০৩২
রেজিস্টার্ড অফিস: প্লট নং সি–২১, টাওয়ার সি (১–৩ ফ্লোর), জি ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (ইস্ট), মুম্বই ৪০০০৫১
ওয়েবসাইট: www.hindujaleylandfinance.com CIN: U65993MH2008PLC384221

দখল বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল নং ৮(১) এর অধীন

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী হিন্দুজা লেল্যান্ড ফিনান্স লিমিটেড (এইচএলএফ)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্ন উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি নিম্নে উল্লিখিত তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নিম্নে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে–কোনও লেনদেন ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, সুদ সমেত হিন্দুজা লেল্যান্ড ফিনান্স লিমিটেড–এর দায় সাপেক্ষ হবে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম/এলএএন	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ
১	**লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর : ESKOKO04446 এবং TNCPCOC000138** ১. মেসার্স অ্যাকর্ড অ্যাডভার্টাইজিং প্রাঃ লিঃ (ঋণগ্রহীতা) এটি একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, ইহার ডিরেক্টর মিঃ সুদীপ সত্য গাঙ্গুলির মাধ্যমে **২. মিঃ সুদীপ সত্য গাঙ্গুলি (সহ–ঋণগ্রহীতা),** পিতা সত্য প্রসাদ গাঙ্গুলি **ক্রম নং ১, ২:** ১৬৬বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, ১এ মার্লিন লিঙ্কস, কলকাতা–৭০০০২৬ **বিকল্প ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ১৮০৩, ব্লক–২, উপহার কন্ডোভিল, চক গড়িয়া, কলকাতা–৭০০০৯৪ **৩ মিঃ অনিল শ্রীনিবাস কান্নামবিল্লে (সহ–ঋণগ্রহীতা)** পিতা শ্রীনিবাস রাজশিমা কান্নামবিল্লে **ঠিকানা :** ১৬৬বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, ১এ মার্লিন লিঙ্কস, কলকাতা–৭০০০২৬	১০.০৪.২০২৬ এবং **₹১,১৭,৫৫,৭৭০.৪৮** (এক কোটি সতেরো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার সাতশো সত্তর টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা মাত্র) ১৯.০৩.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে	০৬.০৭.২০২৬

সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ

মার্লিন লিঙ্কস নামে বিল্ডিংয়ের বেসমেন্টের দক্ষিণ উত্তর পশ্চিম অংশের নিচে এবং অপরটি পশ্চিম অংশে নির্মিত স্পেস/অফিস যার সম্মিলিত মাপ কমবেশি ৮৭৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ বর্তমানে বেসমেন্টে চারটি কভার্ড কার পার্কিং স্পেস নং ১, ২, ৭ এবং ১২ (যার সম্মিলিত মাপ কমবেশি ৫৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) এর অবিভাজ্য ১/২ অংশের সমগ্র যার অবস্থান: বর্তমান মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ১৬৬বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড (সংযুক্তির পর ১৬৬৮ এবং ১৬৬বি/১, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড), থানা টালিগঞ্জ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড নং ৮৮। **চৌহদ্দি:** উত্তর: ১৬৪ এস পি মুখার্জি রোড; পূর্ব: এস পি মুখার্জি রোড; দক্ষিণ: ঈশ্বর গুপ্ত রোড; পশ্চিম: প্রতাপাদিত্য রোড।

তারিখ: ১০.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা
স্বা/– অনুমোদিত আধিকারিক
মেসার্স হিন্দুজা লেল্যান্ড ফিনান্স এর পক্ষে

ICICI Bank
ব্রাঞ্চ অফিস: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি – সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রির জন্য টেন্ডার তথা ই–নিলাম

[রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধাকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দাখিলযোগ্য নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে যার সংক্ষিপ্ত তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে:–

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ–এর নাম ও লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	বকেয়া অর্থাঙ্ক	সংরক্ষণ মূল্য বায়না জমা	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই–নিলামের তারিখ ও সময়
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
১.	মিঃ রঞ্জিত সিং (ঋণগ্রহীতা) সন্দীপ কুমার সিং (সহ–ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: LBHOW00005730299, LBMDE00005816728	লেক শোর অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৫সি, ফ্লোর ৫, আর এস দাগ নং ৬৪০১, এল আর দাগ নং ৬৪২৫, খতিয়ান নং ১৪৩৪/১০১১, এল আর খতিয়ান নং ১৮২১/১, জে এল নং ৫১, মৌজা নিবরা, থানা ডোমজুড়, গ্রাম পঞ্চায়েত বাঁকড়া ২, জেলা সাব রেজিস্ট্রার হাওড়া, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার ডোমজুড়, জেলা হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া–৭১১৩০২। মাপ ১০৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য এবং নিরপেক্ষ পরিবর্তনীয় সমানুপাতিক অংশ সহ।	₹ ২১,৭৯, ৭৮৬.৫৪/– ২২ জুন, ২০২৬ অনুযায়ী	₹৪২,২০ ০০০/– ₹৪,২২, ০০০/–	১১ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	১৮ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু
২.	মিঃ প্রোসান মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: LBCAL00005521543	লক্ষ্মী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি–১৩, ফোর্থ ফ্লোর, হাতিয়ারা নিউ মার্কেট, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৪২০৪, আর এস খতিয়ান নং ৪৭২, আর এস নং ১৮৮, তৌজি নং ৩, ১৬০–১৬২, জে এল নং ১৪, পোঃ ঘুনি, থানা নিউটাউন, পূর্বের ওয়ার্ড নং ২০, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা, বর্তমানে বিধাননগর পুরনিগম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০০৫৯, পশ্চিমবঙ্গ। মাপ সামান্য কমবেশি ৩৯৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, জমির সমানুপাতিক অবিভাজ্য এবং/বা অবিচ্ছেদ্য অংশ বা স্বার্থ সহ।	₹ ১৩,৭১,৩১৩/– ৩০ জুন, ২০২৬ অনুযায়ী	₹১২,০০ ০০০/– ₹১,২০ ০০০/–	১১ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	১৮ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু

অনলাইন নিলাম প্রক্রিয়াটি আমাদের নিলাম এজেন্সি মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (ইউআরএল লিঙ্ক: https://BidDeal.in)–এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয়োজিত হবে। এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট বন্ধকদাতাগণ/ বিজ্ঞপ্তি গ্রহীতাগণকে ১৭ আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থাঙ্ক সুদসমেত পরিশোধের জন্য শেষ সুযোগ দেওয়া হল, অন্যথায় নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে।
সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ)–কে অবশ্যই ওপরে উল্লিখিতমতো (ওপরের টেবলের কলাম নং ‘E’ দ্রষ্টব্য) বায়না জমা বাবদ অর্থাঙ্ক (ইএমডি) ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট (ডিডি) রূপে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানাস্থিত অফিসে ১৭ আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে এবং তার পরে সর্বশেষ ১৭ আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের দরপ্রস্তাব ইএমডি জমার প্রমাণ হিসেবে ব্যাঙ্কের তরফে প্রাপ্তিস্বীকার করা ডিমান্ড ড্রাফ্‌টের স্ক্যান করানো কপি সমেত দাখিল করতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দরপ্রস্তাব জমা দিতে না পারলে টেন্ডার ডকুমেন্টের স্বাক্ষরিত কপি স্ক্যান করিয়ে সর্বশেষ ১৭ আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানায় জমা দিতে হবে। ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত/তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে ‘ICICI Bank Limited’–এর অনুকূলে Kolkata–তে প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট/ পে–অর্ডার রূপে জমা দিতে হবে। সম্পত্তি পরিদর্শন, নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি অথবা টেন্ডার জমা দেওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর পেতে অনুগ্রহপূর্বক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর প্রতিনিধির সঙ্গে ৯১৬৮৬৮৮৫২৯/৮৫৮৪৮৭৪৮০৯ নম্বরে যোগাযোগ করবেন।
অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, মার্কেটিং এজেন্সি (১) মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড এবং (২) গিরনারসফ্‌ট প্রাইভেট লিমিটেড–কে এই সম্পত্তি বিক্রিতে সহায়তার কাজেও নিয়োজিত করা হয়েছে।
কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও অথবা সমস্ত দরপ্রস্তাব বাতিল করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে অনুগ্রহপূর্বক এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.icicibank.com/n4p4s।

তারিখ: ১০ জুলাই, ২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত আধিকারিক
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আরামবাগ ব্রাঞ্চ
লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১২৬০১

পরিশিষ্ট IV–A
[রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) এর প্রতি বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ নিম্ন উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি, প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর অনুমোদিত আধিকারিক এখানে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল নিয়েছেন যা **২৭.০৮.২০২৬ তারিখের সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টায় ‘যেখানে আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেমন আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি অর্থাঙ্ক গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির ওপর দায় চ) দখলের প্রকৃতি
১. **মেসার্স পীযূষ কান্তি হাজরা (ঋণগ্রহীতা)** প্রোপ্রাইটর: মিঃ পীযূষ কান্তি হাজরা, গ্রাম তারাহাট, পোঃ তারাহাট, থানা গোঘাট, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ–৭১২৬১২ ২. **মিঃ পীযূষ কান্তি হাজরা (ঋণগ্রহীতা),** পিতা সুকুমার হাজরা, গ্রাম–মধুবটি, পোঃ শ্রীপুর, থানা গোঘাট, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ–৭১২৬১২ ৩. **মিসেস ছন্দা হাজরা (জামিনদার),** স্বামী পীযূষ কান্তি হাজরা, গ্রাম–মধুবটি, পোঃ শ্রীপুর, থানা গোঘাট, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ–৭১২৬১২	পীযূষ কান্তি হাজরার বাড়ির সম্পত্তির সমগ্র, মৌজা–মধুবটি, জে এল নং ৯১, এল আর খতিয়ান নং ১৫০৫, এল আর প্লট নং ৭১২, জমির মাপ ৬ শতক, ৭৯০ বর্গফুট মাপের একতলা আবাসবাড়ি সহ, কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, জমির প্রকৃতি বাস্তু, বুক নং I, সিডি ভলিউম নং ১৪, পৃষ্ঠা ৮৪৫ থেকে ৮৫৪, এডিএসআর গোঘাট, হুগলিতে নথিভুক্ত ৩০.০৯.২০০১ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ৪৯৭৯ অনুসারে সম্পত্তিটি মিঃ পীযূষ কান্তি হাজরার নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর:** অলোক কবিরাজের সম্পত্তি (ঐশ্বর্য লজ); **পূর্ব**: সুশান্ত ঘোষের সম্পত্তি; **দক্ষিণ**: ২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা; **পশ্চিম**: স্বপন রায়ের সম্পত্তি।	₹৭৪,৬৪,৫৯৭/– (চুয়াত্তর লক্ষ চৌষট্টি হাজার পাঁচশো সাতানব্বই টাকা মাত্র) ২৩.০৩.২০২৬ অনুসারে	ক) ₹৪২,২৯,০০০/– (বিয়াল্লিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ₹৪,২২,৯০০/– (চার লক্ষ বাইশ হাজার নশো টাকা মাত্র) গ) ₹২০,০০০/– (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB50256734404** ঙ) অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্য অনুসারে সম্পত্তির উপর কোনও দায় নেই। চ) **গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল**
	কমবেশি ৬.৬ শতক মাপের জমির সম্পত্তির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা কাঁটালি, জে এল নং ৭৭, এল আর খতিয়ান নং ৭৫৬, এল আর প্লট নং ৪৯৫, গোঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, জমির প্রকৃতি বাস্তু, বুক নং I, ভলিউম নং ০৬০৯–২০১৬, পৃষ্ঠা ৫১৪৮৯–৫১৫০১, এডিএসআর গোঘাট, হুগলিতে নথিভুক্ত ২১.০৪.২০১৬ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ০৬০৯০১৫৪৪ অনুসারে সম্পত্তিটি পীযূষ কান্তি হাজরার নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর:** গোরাচাঁদ ধাড়ার সম্পত্তি; **পূর্ব**: ৬ ফুট চওড়া প্যাসেজ এবং তরুণ রায়ের সম্পত্তি; **দক্ষিণ**: শ্রীকান্ত দত্তর সম্পত্তি; **পশ্চিম**: অলোক কাঁইতির সম্পত্তি।		ক) ₹৪০,৭৭,০০০/– (চল্লিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার টাকা মাত্র) খ) ₹৪,০৭,০০০/– (চার লক্ষ সাত হাজার টাকা মাত্র) গ) ₹২০,০০০/– (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB7112054915** ঙ) অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্য অনুসারে সম্পত্তির উপর কোনও দায় নেই। চ) **গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল**

ই–নিলামের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৭.০৮.২০২৬; সময়: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা
ই–নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশ নেওয়ার জন্য বিডারগণকে আমাদের ই–নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ–এর ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হলে ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে কথা বলুন, ই মেল আইডি: support.ebkray@psballiance.com এবং সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্প ডেস্কের অন্য হেল্পলাইন নম্বর। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক support.ebkray@psballiance.com মেল আইডি–তে যোগাযোগ করবেন।
সম্পত্তির বিশদ তথ্যাবলি এবং সম্পত্তির ছবি সমেত নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://baanknet.com ওয়েবসাইট দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে অনুগ্রহপূর্বক পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন: ৮২৯১২২০২২০।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে এই সম্পত্তিগুলি খোঁজার সময় **বিডারগণকে ওপরে উল্লেখমতো সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহারের পরামর্শ** দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি: দেবজ্যোতি দাস, অনুমোদিত আধিকারিক এবং ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (মোবাইল: ৯৯০৩১১০৬০১)
দ্রষ্টব্য: সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতিও এটি একটি নোটিস

তারিখ: ০৭.০৭.২০২৬, স্থান: আরামবাগ
স্বা/– অনুমোদিত আধিকারিক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক